# ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির অনুশীলন

BDPC

Global Facility for Disaster Reduction and Recovery

Department for International Development

NEW YORK UNIVERSITY

## ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির অনুশীলন

ধরুন আপনি আপনার শহরে স্থানীয় সরকারি অফিসে কর্মরত আছেন। আপনার এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেয়া হল। আবহাওয়া দপ্তর হতে বলা হল যে, ১.৫ মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। আবহাওয়া দপ্তরে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেবার জন্য তাদের দক্ষ লোকবল আছে, তাদের অফিসিয়াল দূর্বোধ্য বুলেটিন গুলোকে স্থানীয় অফিসগুলেকে স্থানীয় লোকজনের কাছে প্রচার করতে হয়। এই বুলেটিনগুলোর ভাষাগত দূর্বোধ্যতা বা জটিলতার কারনে স্থানীয় লোকজন পড়তে চায় না। এই সব প্রযুক্তিগত দূর্বোধ্য ভাষাকে সহজ ভাষায় বলে নিজ এলাকার আধিবাসীদের এবং অন্যান্য স্থানীয় অফিসগুলোতে প্রচারের উদ্যোগ সহজে কেউ নেয় না। ঘূর্ণিঝড়ে তারা অভ্যস্থ হয়ে পড়ায় তারা এই সময়কালকে অন্যান্য গতানুগতিক সময়ের মত ধরে নেয়। মূলতঃ স্থানীয় জনগন ঘূর্ণিঝড়ের কথা মাথায় রেখে শক্ত মজবুত করে ঘর তৈরী করে থাকে, কিন্তু মাঝে মধ্যে দুর্যোগগুলো মানুষের প্রস্তুতির চেয়েও ভয়ংকর রূপে আঘাত হানে। আপনার পরিবার অক্ষত ও ভালো থাকলেও দেখা য়ায় যে আপনার প্রতিবেশীদের অনেকেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানকে বলতে হয় “আমাদের এলাকার জনগন ভয়াবহ দুর্যোগে নিমজ্জিত” এবং সরকারের কাছে ত্রাণ চাইতে হয়।

একটু ভিন্ন ঘটনা ভাবুন! আবহাওয়া দপ্তর হতে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পেলেন। আপনি তাদের কথা বুঝলেন এবং আপনার এলাকার লোকজনকে তাদের নিজের ভাষায় ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা গল্পের মত সহজ করে বললেন। আপনি কথাগুলো লিখে তাদের বার্তাটি দিলেন। কিছু লোক হয়তো বলবে, আমরাতো এসব ঘূর্ণিঝড়ে অভ্যস্থ। কিন্তু আপনি তাদের বলবেন, এই দুর্যোগটি তাদের কল্পনাতীত এবং তারা অতীতে যে সব ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবেলা করেছে তার চেয়ে এটা অনেক ভয়াবহ। ফলশশ্রুতিতে ঘূর্ণিঝড়ের সময় বেশির ভাগ লোক তাদের ঝুঁকিপূর্ন এলাকার বাসা ছেড়ে আশ্রয়কেন্দ্রে বা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। অল্প কিছু ক্ষতি হলেও লোকজন প্রাণে বেঁচে যাবে। দুর্যোগ কেটে যাবার পর তারা এসে যখন দেখবে তাদের বেশিরভাগ বাড়িঘরই মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তখন তারা অপনাকে অকৃত্রিম আন্তরিকতা নিয়ে বলবে, "আমরা সবকিছু হারিয়েছি, কিন্তু শুধুমাত্র তোমার সঠিক নির্দেশনার কারণে আমরা এখনও নিরাপদে আছি, আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ"।

একই ঘটনার দু'রকমের ফলাফল :

পরবর্তী পাতায় আপনি দুর্যোগকালীন ঘটনার ঝুঁকি কমাতে একটা দিক-নির্দেশনা পাবেন। এ থেকে আপনি আপনার সংস্থার অথবা এলাকার লোকজনদের নিচের মত করে ভাল কিছু করার নির্দেশনা পাবেন।

জাতীয় সংস্থা হতে ঘূর্ণিঝড়ের যেসব সতর্কবার্তা আসে তা সাধারনতঃ কঠিন, দুর্বোধ্য, প্রযুক্তিগত বুলেটিন হয়ে থাকে। মানুষ এসব দুর্বোধ্য সতর্কবার্তা পড়তে না চাওয়ার কিছু কারন আছেঃ

- ভাষাগুলো প্রযুক্তিগত ও কঠিন হওয়ায়, সহজে বোঝার মত তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়
- প্রযুক্তিগত বুলেটিনগুলো সাধারন মানুষের জন্য নয়
- স্থানীয় অফিসগুলো নিজ সীমা অতিক্রম করার ভয়ে বুলেটিনগুলো সাধারন মানুষের বোঝার ভাষায় না লিখে প্রাপ্ত বুলেটিন গুলো জনগনের মাঝে বিলি করেন
- এটাকে গতানুগতিক কাজের মত বিবেচনা করা হয়
- জনগন মনে করে বুলেটিনগুলো তাদের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে না
- বুলেটিনগুলোর ডিজাইন ভালো নয় (মানুষকে কি করতে হবে সে ব্যাপারে কিছুই বলা থাকে না), ফলশ্রুতিতে মানুষ বুলেটিনগুলোকে অগ্রাহ্য করে এড়িয়ে চলে এবং ভুলে যায়

আরও কিছু কারনে মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে না যেয়ে বাসা অথবা পাশ্ববর্তী রাস্তায় আটকে পরেঃ

- বেশির ভাগ সময় মানুষ ভাবে যে তারা এ ধরনের দুর্যোগ ইতিপূর্বে দেখেছে, কিন্তু সত্য হচ্ছে কিছু সময় এসব দুর্যোগ তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠে
- দুর্যোগে বড় ধরনের ক্ষতির আশংকা থাকা সত্ত্বেও মানুষ বাসায় থাকতে অধিকতর নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকে
- মানুষ তাদের ঘরের জিনিসপত্র চুরির আশংকায় থাকে
- মানুষের আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কে খারাপ ধারনা থাকায় তারা ঘূর্ণিঝড়ে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে অনীহা প্রকাশ করে থাকে

নিম্মোক্তভাবে সমস্যাগুলো হতে উত্তরণের পথ পাওয়া যেতে পারেঃ

- মানুষের বোধগম্য ভাষায় বুলেটিন লিখে দেয়া
- বুলেটিনের রং, ইমেজ এমন হতে হবে যাতে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়
- বুলেটিনগুলোর ডিজাইন মানুষকে আসন্ন দুর্যোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে সহজেই অবহিত করতে পারবে
- প্রত্যেক স্থানের স্বকীয়তা গুলো অন্তর্ভূক্ত করে বার্তাগুলো তৈরী করতে হবে
- স্থানীয় অফিস, জনগণ এবং ব্যবসায়ীর কার্যকলাপ বিবেচনায় এনে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভালো বার্তা দেয়ার জন্য  যে সব উপাদান প্রয়োজন তার অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিতকরন

## টিউটোরিয়াল

### পাঠ-১: দুর্যোগের পূর্বাভাসের প্রয়োজনীয় উপাদান

মূল ধারনা : একটি ভালো বার্তার কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান থাকা উচিত।
গবেষনা এবং অভিজ্ঞতা বলে যে, একটি কার্যকরী ভালো বার্তায় নিম্মোক্ত উপাদানগুলো থাকবে:

| | |
|---|---|
| প্রেরক: | কে বার্তাটি পাঠাচ্ছে (কোন প্রতিষ্ঠান না কি কোন ব্যক্তি) ? |
| প্রাপক: | কাদের জন্য এই বার্তাটি ? এটা কি সরাসরি তাদেরকেই উদ্দেশ্য ক'রে ? |
| বর্ননা: | দুর্যোগের পূর্বাভাসটা কি ? |
| স্থান: | কোন এলাকায় ঘটনাটি ঘটবে এবং কোন এলাকাগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে ? |
| নির্দেশনা: | কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে ? |
| সময়কাল: | কখন দুর্যোগ সংঘটিত হবে এবং কখন পদক্ষেপ নিতে হবে ? |

এমন কি ছোট বার্তাতে এসব উপাদান থাকতে হবে, নিচে তার উদাহরন দেয়া হলো-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (১) | প্রেরক | (২) | প্রাপক | (৩) | দুর্যোগ |
| (৪) | বর্ননা | (৫) | নির্দেশনা | (৬) | সময়কাল |

নিউজ বুলেটিন
(১)

মহাবিপদ সংকেত: বরগুনা এলাকার অধিবাসীগন
(২)
জলোচ্ছ্বাস : ৪ মি: উচ্চতার
(৩) (৪)

আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর, মঙ্গলবার দুপুর ২ টায়,
(৫) (৬)

বিস্তারিত বুলেটিনের নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো। প্রয়োজনী সব উপাদানগুলো বার্তাতে দেয়া আছে।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (১) | প্রেরক | (২) | প্রাপক | (৩) | দুর্যোগ |
| (৪) | বর্ননা | (৫) | নির্দেশনা | (৬) | সময় |

**নিউজ বুলেটিন**

ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক বার্তা : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার উপকূলবর্তী এলাকায় প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা আছে। ৩-৪ মিটার উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাস বয়ে যেতে পারে । মঙ্গলবার খুব সকালে এটা সর্বোচ্চ বিপদসীমার উপর দিয়ে বয়ে যেতে পারে।

অনেক গতিবেগের বাতাস পানিতে আঘাত করে পানিতে বড় বড় ঢেউ তৈরি করে এবং ঢেউগুলো উপকূলে ৫ কি:মি: বা তার চেয়ে বেশি এলাকা প্লাবিত করে। ০.৫ মি: এর জলোচ্ছ্বাস ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং জীবনের জন্য হুমকী স্বরুপ হয়ে থাকে।

ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার অাধিবাসীগণ, আপনারা অনুগ্রহ করে আপনাদের এলাকার সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশনার জন্য যোগাযোগ করুন।

## পাঠ ২ঃ দুর্যোগকে বুঝতে হবে

**জলোচ্ছ্বাস কি ?**

জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে সমুদ্রের পানির উচ্চতর স্ফীতি, যা বাতাসের আঘাতে সমুদ্রতীরে আছড়ে পড়ে। এই পানির প্রবাহ ধ্বংসাত্বক এবং সমুদ্রতীরবর্তী মানুষদের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বড় ধরনের জলোচ্ছ্বাসে উপকূলবর্তী এলাকার ৫ কি: মি: বা তার চেয়ে বেশি এলাকা প্লাবিত হয়ে থাকে।

নিম্নের ছবিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে জলোচ্ছ্বাস তৈরি হয়। বিষুব রেখার উপরে বাতাস ঘড়ির কাটার উল্টোদিকে ঘুরতে থাকে । এই চিত্রটিতে তখনকার বাতাসের পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে যখন উত্তর দিক হতে বাতাস ঘূর্ণিঝড় আকারে বয়ে পশ্চিম দিকে যায় এবং সমুদ্রের পানিকে পূর্বর্তীরবর্তী এলাকার দিকে ধাবিত করে। এই ঘটনা পশ্চিম র্তীরবর্তী এলাকায় বিপরীত হতে পারে, যখন দক্ষিন দিকের ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রের পানিকে তীরের দিকে ধাবিত করে।

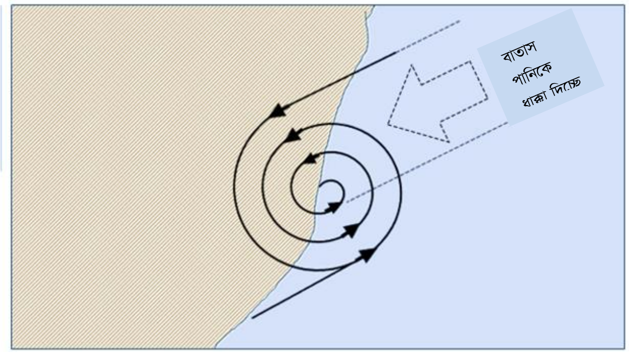


**জলোচ্ছ্বাস কি রকমের হতে পারে ?**

জলোচ্ছ্বাসের বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটে যা প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে শোনা যায়। অনেক সময় যখন ঘূর্ণিঝড়ের চোখ এলাকার উপর দিয়ে যায়, তখন বাতাসের দিক পরিবর্তন করে ফেলে। বাতাস চাপ প্রয়োগ করে সমুদ্রের তীর হতে সমুদ্রের পানিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সমুদ্র কুল বিপদমুক্ত হয়ে যায়। আবার এই বাতাস পানিতে শক্তি প্রয়োগ করে জলোচ্ছ্বাস আকারে অন্যদিকের ভূমিতে আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড় সিডরে খুলনার লোকজন এই ধরণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে।

জলোচ্ছ্বাস খুব দ্রুত তৈরী হয়। কিছু ঘটনায় দেখা যায় যে, ঘূর্ণিঝড় হবার কয়েক ঘন্টা খানেক আগে আবহাওয়া শান্ত ও রৌদ্রজ্জ্বল থাকে, কিন্ত বাতাস যখন তীব্র শক্তিশালী হয়, তখন জলোচ্ছ্বাস খুব দ্রুত এসে যায় এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই এটা কয়েক মিটার উচ্চতায় উঠে সবকিছু তছনছ করে দেয়। যে কারনে মানুষ মুহূর্তের মধ্যে বিপদে পড়ে যায়, তারা হয়ত মনে করে যে, তারা শেষ মুহুর্তের আগেই উপকূলবর্তী এলাকা ছেড়ে যাবে। কিন্ত ঘটনাটি তাদের চিন্তা ভাবনার চেয়েও দ্রুত গতিতে ঘটে থাকে।

## পাঠ ৩: বার্তার ব্যাখা করা এবং তা প্রচার করা

মূল ধারনা: একটা টেকনিক্যাল বার্তা পাওয়া মাত্রই তা বিতরন করা ঠিক হবে না। এটাকে বুঝে নিজের বোদগম্য ভাষায় আপনাকে ব্যাখা করতে হবে এবং সহজ ভাষায় বার্তাটি অন্যদের বলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

প্রায়ই দেখা যায় যে, সরকারী বুলেটিনগুলো কোন রকম সংযোজন ছাড়াই বিতরন করা হয়। এটা তারা করে এই ভেবে যে এগুলো তো অফিসের দক্ষ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা করা হয়েছে।

কিন্তু এখানেই সমস্যা। টেকনিক্যাল বার্তাগুলো নিজেদের ভাষায় ব্যাখ্যা ও বোঝার জন্য অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হয়। তাই সবার দায়িত্ব বার্তাগুলি ব্যাখ্যা করে সহজবোধ্য করা।

বার্তাগুলোকে ব্যাখ্যা করলে তা সহজে বোঝা যাবে। এতে বার্তার মূল উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হবে না। প্রথমত: মূল বার্তাটির অনুরূপ হতে হবে। দ্বিতীয়ত: এই টেকনিক্যাল বার্তাটি অনুবাদ করা হয় যেন এলাকার জনগন বুঝতে পারে।

এখানে কিছু পরামর্শ দেয়া হল কি ভাবে প্রযুক্তিগত বার্তা অনুবাদ করা যেতে পারে:

- সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তথ্যটি পুনরায় লেখা
- বুলেটিনে মানুষের জন্য কি বলা হয়েছে তার উপর মন্তব্য করা
- যদি বুলেটিনে ম্যাপ দেয়া থাকে, তবে তা ব্যাখ্যা করে বলা যে তাদের এলাকা সম্পর্কে ম্যাপে কি বলা হয়েছে
- দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষতি সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য যোগ করা

## পাঠ ৪: বন্ধুর মত করে বলা : ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্থানীয়করন ও নাট্যরূপ দেয়া

মূল ধারনা: সবচেয়ে ভালো ও গ্রহনযোগ্য ভাবে বার্তা দিতে হলে গল্পাকারে দেয়া খুবই কার্যকরী। এটা সহজে সবাই বুঝতে পারে। এ ধরনের বার্তা লেখার সময় মনে রাখতে হবে, যেন আমরা সামনাসামনি কোন বন্ধুর সাথে গল্পের মাধ্যমে বার্তা দিচ্ছি।

প্রাতিষ্ঠানিক বুলেটিনগুলোর বার্তা গতানুগতিক হওয়ায় মানুষ যেটা অগ্রাহ্য করে কারণ এটা সরাসরি তাদের উদ্দেশ্যে নয়। এ জন্য বার্তাগুলো তাদের মত করে লিখতে হবে।

**ব্যক্তিকেন্দ্রিক**

বার্তাগুলো এমন ভাবে লিখতে হবে এগুলো যেন তাদের সমস্যাগুলো সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে। এটা তখনি সম্ভব যখন আপনি একটি নির্দিষ্ট এলাকার নির্দ্দিষ্ট জনগোষ্ঠি ও তাদের সমস্যা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে বার্তা লিখতে পারবেন।

**স্থানীয় ভাষায় লেখা**

বার্তাটি আপনার নির্দিষ্ট এলাকার লোকজনের জন্য তাদের স্থানীয় ভাষায় লেখা। যে সব এলাকায় দুর্যোগ হতে পারে বার্তাতে সেই স্থানের ঐতিহাসিক বা সবাই চেনে এমন নিদর্শন বা স্থান সুস্পষ্টভাবে দেয়া থাকলে কোথায় দুর্যোগ হতে পারে তা মানুষ বার্তার মাধ্যমে সহজেই বুঝতে পারবে।

**নাট্যরূপে দেয়া**

নিছক প্রযুক্তিগত বার্তা দেয়ার চেয়ে ঘটনার প্রকৃত বর্ননা থাকলে তা অনেক বেশি প্রানবন্ত ও স্পষ্ট হয়।

উপরোক্ত পরামর্শগুলো বার্তা প্রাপকদের বোঝাতে পারবে যে, এটা তাদের পরিস্থিতি নিয়েই বলা এবং এতে বার্তার প্রতি তাদের আস্থা বেড়ে এর সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি পায়।

নিম্নের উদাহরনটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্থানীয়করন এবং নাট্যরূপের উপাদানের সমন্বিত বার্তার প্রতিফলন:

<u>ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং স্থানীয়করন</u>
"খুলনা জেলার অধিবাসীগনের জন্য"
"মংলা এলাকার অধিবাসীদের জন্য বার্তা"

নোট: টেকনিক্যাল বুলেটিনগুলো বিরাট এলাকার জন্য হলেও আপনি সব সময়ই আপনার অধিবাসীদের বলবেন যে, এই বুলেটিনগুলোর কার্যকরীতা তাদের জন্যও প্রযোজ্য। এটা বোঝাতে শিরোনাম দিয়ে দিন " খুলনার আধিবাসীদের জন্য বার্তা।"

<u>নাটকীয়তা</u>

"জলোচ্ছ্বাস ৩ মিটার উচ্চতায় আঘাত করে সবকিছু তছনছ করে দিতে পারে"

"ঘরবাড়ী চূর্ন বিচূর্ন হতে পারে এবং গাছপালাগুলো উপড়ে যেতে পারে"

"এই বন্যা আমাদের ইতিপূর্বের অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক গুন ভয়ংকর হতে পারে"

নোট: পরবর্তী পাতায় আপনি জলোচ্ছ্বাসের বিশদ ব্যাখ্যা পাবেন যেখান থেকে আপনার পছন্দমত শব্দ নিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে কোন বিশেষজ্ঞ হতে হবে না, কারণ এগুলো বড় ধরণের জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যায় ব্যবহার করা হয়।

## পাঠ ৫: মূল সমস্যা এড্রেস করা

কিছু কিছু কারণে জনগণ আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার এবং অন্যান্য নির্দেশ মানে না। এ কারনে দুর্যোগের সময় মানুষ নিজ গৃহে থেকে বিপদে পড়ে। কিছু কারণ এবং কিভাবে বার্তা দিলে সেগুলো সমাধান করা যায় তা নিম্নে দেয়া হলো :

সমস্যা: "বাসা সবচেয়ে নিরাপদ স্থান"
বার্তায় বলা যায়: আপনার বাড়ী বিধ্বস্ত হতে পারে। বাড়ীতে থাকা আপনার জন্য বিপদজনক। সুতরাং দয়া করে আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যান।

সমস্যা: "আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নোংরা, নিরাপদ নয় ও অস্বাস্থ্যকর"
বার্তায় বলা যায়: আপনার নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। সেখানে আপনার জন্য স্বাস্থ্য ও সমাজকর্মীরা প্রস্তুত আছেন।

সমস্যা: "আমরা চলে গেলে আমাদের বাড়ীতে চুরি হতে পারে"
বার্তায় বলা যায়: সম্পদের তুলনায় আপনার নিজের এবং আপনার প্রিয়জনদের জীবনের মূল্য অনেক বেশি। দুশ্চিন্তা করবেন না। পাহারাদারগন আপনাদের বাড়িঘর পাহারা দেবে।

সমস্যা: "এই ঝড়তো আগের মতই"
বার্তায় বলা যায়: এই ঝড় পূর্বের অভিজ্ঞতার তুলনায় অনেক ভয়াবহ হতে পারে। এই ঘূর্ণিঝড় আমাদের কল্পনাতীত ভয়ংকর হতে পারে।

## অনুশীলন ৪: বন্ধুর সাথে কথা বলা : অনুবাদ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্থানীয়করন, নাটকীয়করণ

কল্পনা করুন, আপনি যাকে বার্তা দিতে যাচ্ছেন তিনি আপনার কাছের মানুষ এবং সম্ভাব্য জলোচ্ছ্বাসের ব্যাপারে আপনি তাকে সাবধান করতে চাইছেন । তাহ'লে কিভাবে আপনি বার্তাটি লিখবেন তা নিচে দেওয়া হলো:

এখন নিম্নোক্তভাবে ধাপগুলো অনুসরন করুন

ধাপ ১. অনুবাদ

যদি বার্তার ভাষাটি জনগনের বোঝার জন্য অনেক কঠিন হয়, তবে তা পুনরায় লিখুন।

ধাপ ২. ব্যক্তিকেন্দ্রিক

ডানে বার্তাটি পুনরায় এমনভাবে লিখুন যাতে তাকে সরাসরি লিখেছেন। "তাদের" শব্দটির পরিবর্তে "আপনি" বা "আপনারা" ব্যবহার করে দুরত্ব কমিয়ে আনুন।

ধাপ ৩. স্থানীয়করন করুন

বার্তাটি সরাসরি নিদিষ্ট গোষ্ঠির বা এলাকার মানুষদের উদ্দেশ্যে হয়।

ধাপ ৪. নাটকীয়তা

শব্দ বা বাক্য এমন নাটকীয় ভাবে বর্ননা করুন যাতে পাঠক আসন্ন দুর্যোগের কাল্পনিক চিত্র তৈরি করতে পারে।

## অনুশীলন ৫: মূল সমস্যা এড্রেস করা

যে সব কারণে মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার নির্দেশ মানে না, সেগুলো মাথায় রেখে আপনার বার্তাটি আরও উন্নত করতে পারেন।

নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী অনুসরন করুন :

ধাপ ১. মানুষ ভাবে বাড়ি নিরাপদ

বাসায় থাকলে অনেক বেশী বিপদ হবে এটা বোঝানোর জন্য কথা বা বাক্য ডানে লিখুন।

ধাপ ২. মানুষ আশ্রয়কেন্দ্র অপছন্দ করে

বাক্য বা শব্দ সংযোজন করুন যার দ্বারা বোঝা যায় যে আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থা ভাল, অত্যন্তপক্ষে তারা যত খারাপ ভাবছে তত খারাপ নয়।

ধাপ ৩. মানুষ চুরির ভয় করে

বাক্য বা শব্দ ব্যবহার করুন যাতে তারা নিশ্চিত হতে পারে যে তাদের বাড়িগুলো তাদের অনুপস্থিতিতে পাহারা দেয়া হবে এবং সম্পদের চেয়ে জীবন ও নিরাপত্তা অনেক বেশী মূল্যবান ।

ধাপ ৪. এই ঝড়টি পূর্বের ঝড়ের মতই

এমন বাক্য বা শব্দ সংযোজন করুন যাতে বোঝা যায় যে আসন্ন ঘূর্ণিঝড় পূর্বের দুর্যোগ চেয়ে অনেক ভয়াবহ হবে ।

ধাপ ৫. আপনার ভাষা যাচাই করুন

বার্তা লেখার পর দেখুন যে লেখাটি সহজবোধ্য কিনা বা আপনার চেনা মানুষের সাথে কথোপকথনের মত কিনা। যদি তা না হয়, তবে যে কোন অংশ পুনরায় লিখতে পারেন।

## অনুশীলন ৬ঃ পুরাতনের সাথে নতুন বার্তার তুলনা করুন, শেয়ার করুন

আপনি এখন যে বার্তাটি লিখেছেন তা মূল বার্তার সাথে তুলনা করে দেখুন। চিন্তা করুন, নতুন বার্তাটি জনগন কিরুপভাবে নেবে। আপনি যদি একটি দলে কাজ করেন, তবে এ ধরনের তথ্য জনগণকে জানানোর ব্যাপারে আপনাদের চিন্তা ও মতামত আলোচনা করতে পারেন।

| পুরাতন বার্তা | নতুন বার্তা |
|---|---|
| খুলনা জেলায় ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ সংকেত দেওয়া হয়েছে, জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ১.৫ মিটার হবার সম্ভাবনা আছে। | আগের পৃষ্ঠার বক্সের অনুলিপি |

উপরোক্ত নতুন বার্তা আপনি কি ভাবে (লিখিত বা মৌখিক ভাবে) আপনার এলাকার কর্মকর্তা ও জনগণকে জানাবেন সে সম্পর্কে নিচে লিখুন:

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

যদি অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা বেশি হয়, তবে তাদের উপদলে ভাগ করে দিন (নারী, বয়স্ক ও যুবকদের) এবং তাদের জিজ্ঞাসা করুন বার্তাটির গ্রহনযোগ্যতা বাড়াতে তাদের মতামত ও পরামর্শটা কি? এটা অনেক লম্বা আলোচনা হতে পারে, তাই পর্যাপ্ত সময়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আলোচনাগুলো রেকর্ড করতে হবে বা নোট আকারে রাখতে হবে। এটা এভাবে শুরু করা যেতে পারে যেমন "অনুগ্রহ করে আপনারা বলুন কিভাবে একটি ঘূর্ণিঝড় বা দুর্যোগ আপনার জন্য অনেক বেশি কঠিন বা ব্যতিক্রম হতে পারে।" অথবা এভাবে "আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা কিভাবে এই বার্তা বা টুলকীট আরো উন্নত করতে পারি"। প্রায়ই অংশগ্রহনকারীরা সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে থাকে, সুতরাং মর্ডারেটর তাদের কাছ থেকে আরো বিস্তারিত জানতে বলতে পারেন "দয়া করে এই বিষয়ে আরো একটু ব্যাখ্য করুন"।

## অনুশীলন ৭: প্রাতিষ্ঠানিককরন

দলের সবাইকে একসাথে নিয়ে অথবা ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে দেখতে হবে, কিভাবে তাদের এই নতুন বার্তা বিদ্যমান আগাম সতর্কসংকেত প্রচারে অথবা দুর্যোগ-পরবর্তী দ্রুত সাড়াদানে ভূমিকা রাখতে পারে ?

এই আলোচনার জন্য পর্যাপ্ত সময় রাখা প্রয়োজন। আলোচনাগুলো রেকর্ড করতে হবে অথবা কেউ একজন থাকবে বিস্তারিত নোট আকারে নেবার জন্য।

## অনুশীলন ৮: নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রের খেলা

এই খেলাটি দুই বা ততোধিক দলে  খেলা যায় (প্রতি দলে ৩ থেকে ৫ জন থাকলে ভাল হয়)। প্রত্যেক দল একটি করে কার্ড তুলবে, যাতে একটি শহর বা এলাকার ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের লেখা আছে। এর মধ্যে থাকবে ঘূর্ণিঝড় অগ্রসরের পথ, বাতাসের গতিবেগ এবং জলোচ্ছ্বাসের সতর্কসংকেত। এই বিষয়গুলো প্রত্যেক দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে, জনগণকে কখন অপসরণ করা এবং কোন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে।

এই খেলার সময়সীমা থাকবে। যে দলের কাজ হয়ে যাবে, তারা হাত তুলবে। প্রত্যেক দল তাদের কার্যক্রম সামনে এনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবে। কাজ শেষ করার দ্রুততার উপরই বিজয়ী দল নির্ধারণ করা হবে, তবে সবাইকে পুরস্কার দেয়া হবে। দলগুলো তাদের কর্মকান্ড বর্ননার সময় মডারেটর স্থানীয় জনগণের নেতার ভূমিকা পালন করবে এবং জনগনের কাছ থেকে উওরের জন্য কিছু প্রশ্ন তুলবে।

দলগুলোকে একটা করে বড় ম্যাপ দেয়া হবে, আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন একটি স্কুলসহ এলাকার বিভিন্ন স্থাপনা থাকবে । মানচিত্রে আঁকার জন্য রঙীন পেনসিলও দেওয়া হবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় দলগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রশ্নসহ একটি নমুনা কার্ড দেওয়া হয়েছে ।

## পরিস্থিতি- ১

আপনি সিপিপি-এর ইউনিয়ন দলনেতা। ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সংকেত প্রচার এবং এলাকার জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সিপিপি সদরদপ্তর থেকে আপনি নিম্নলিখিত সংবাদ পেলেন:

> সাইক্লোন "মোরা" মংলা বন্দর থেকে ২৮০ কি.মি দক্ষিণপূর্বে অবস্থান করছে এবং ঘন্টায় ২৫ কি. মি. গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এটি আরো প্রবল হয়ে হ্যারিকেনের রুপে পরিণত হতে পারে। আপনার এলাকায় ৩ মিটার উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা আছে।

আপনাকে একটি বড় ম্যাপ দেওয়া হলো যার মধ্যে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য একটি স্কুলসহ এলাকার উঁচু-নিচু স্থানগুলো চিহ্নিত করা আছে। এখন কিভাবে আপনি জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়ার পরিকল্পনা করবেন তার জন্য নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে:

১. কখন ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানবে ?
২. আপনি কখন জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিবেন ?
৩. কোন এলাকার মানুষদের আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া হবে ? (ম্যাপে লাল রং দ্বারা তা চিহ্নিত করুন)
৪. কোন জায়গায় তাদের আশ্রয় দেওয়া হবে ? (ম্যাপে হলুদ রং দ্বারা দুটি সম্ভাব্য জায়গা চিহ্নত করুন)
৫. প্রতিবেদন দাখিল
   কাজ হওয়া মাত্র আপনার হাত তুলে মর্ডারেটরকে জানান।

প্রত্যেক দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং তাদের সিদ্ধান্তগুলো উপস্থিত ওয়ার্কসপের অংশগ্রহনকারীদের সামনে ব্যাখ্যা করবে। মর্ডারেটর প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট নয় এমন একজন কমিউনিটির নেতার ভূমিকাপালন করবেন  এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন।

"এটা আগের মতই আরেকটা ঘূর্ণিঝড়। আপনার এবারের পরিকল্পনার নতুনত্ব কি ? আমরা গতানুগতিক ভাবে আগের মত করে কাজ করবো"
"আপনি জলোচ্ছ্বাস বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন ?"
"কেউই আশ্রয়কেন্দ্রে যাবে না। সবাই জানে এটা মানুষজনে ভর্তি ও নিরাপদ না। মায়েরা তাদের নবজাত সন্তানদের নিয়ে যেতে চাইবে না। "
"বাসায় থাকাই অধিক নিরাপদ যদি আমরা ঘরের দরজা, জানালা ও চাল মজবুত করি।"
"গৃহপালিত পশু রেখে মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চাইবে না।"

## ৬. ফলোআপ অনুশীলন

৬.১ সব দলগুলো তাদের প্রতিবেদন উপস্থাপনার পর মর্ডারেটর একটি পর্যালোচনা অনুশীলন করাবেন। এই পর্যালোচনার দুটি অংশ আছে। প্রথমটি হচ্ছে - এলাকার একটি বড় দুর্যোগ-ম্যাপ রয়েছে যেখানে একটি স্কুলের অবস্থান দুর্যোগ-প্রবন অঞ্চলের বাইরে দেখানো হয়েছে। মর্ডারেটর তখন প্রশ্ন করবেন যে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছে যে দুর্যোগ-প্রবন এলাকার ম্যাপ ব্যবহার করতে কিন্তু তাতে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারযোগ্য স্কুলটি দুর্যোগ-প্রবন এলাকার বাইরে দেখানো হয়েছে, এক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন? কি বলবেন?

৬.২ এরপর মর্ডারেটর সবাইকে নিয়ে একটি আলোচনায় নেতৃত্ব দিবেন যাতে এই টিউটোরিয়াল খেলার মাধ্যমে তারা কি শিখলো এবং কিভাবে তারা তাদের দুর্যোগ পরিস্থিতির আরো উন্নতি করতে পারে।

## ৭. মূল্যায়ন

সর্বশেষে অংশগ্রহনকারীগন একটি অনুশীলন-পরবর্তী জরিপের ফর্ম পূরন করবেন। এটা দ্বারা তাদের পূরনকৃত অনুশীলন-পূর্ববর্তী জরিপের সাথে তুলনা করা হবে। যা দিয়ে বোঝা যাবে এই অনুশীলনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তাদের অবস্থানের কতটুকু উন্নতি হয়েছে।